

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: আনন্দ উদ্দীপনায় উৎসবমুখর পরিবেশে হংকং-এ পালিত হল বাংলা নববর্ষ ১৪৩০

হংকং, ২৬ মে ২০২৩

আজ ২৬ মে ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, হংকং কর্তৃক কনস্যুলেট প্রাঙ্গণে উৎসবমুখর পরিবেশে বাঙ্গালির প্রাণের উৎসব 'বাংলা নববর্ষ ১৪৩০' উদ্‌যাপন করা হয়। শিশু-কিশোর, পরিবারসহ হংকংস্থ বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ, হংকং-এর বাংলাদেশ এসোসিয়েশন এর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উক্ত উৎসবে যোগদান করেন। হংকং-এ বসবাসকারী পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন বাঙ্গালী কমিউনিটির সদস্যও এতে অংশগ্রহণ করেন। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং পবিত্র গীতা পাঠের মধ্য দিয়ে মূল অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। এরপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নববর্ষের শুভেচ্ছা বাণীর সংগ্রহকৃত একটি ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

মান্যবর কনসাল জেনারেল তাঁর বক্তব্যের শুরুতে উপস্থিত সকলকে বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ এর শুভেচ্ছা জানান। ইউনেস্কো কর্তৃক ২০১৬ সালে বাংলা নববর্ষের অনুষ্ণ 'মঞ্জল শোভাযাত্রা' কে 'Representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity' এ অন্তর্ভুক্তির কথা উল্লেখ করে কনসাল জেনারেল বলেন, এর মাধ্যমে বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের ঐতিহ্য স্বীকৃতি পেয়েছে, যা সকল বাঙ্গালীর জন্য গর্বের এবং আনন্দের। তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম জয়ন্তী দেশব্যাপী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বানীর উল্লেখ পূর্বক তিনি, দেশাত্ববোধ, জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ার লক্ষ্যে কাজ করতে সকলকে আহ্বান জানান।

পরবর্তীতে কনস্যুলেটের সদস্যবৃন্দসহ হংকংস্থ বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ ও শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। নববর্ষসহ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২ তম জন্ম জয়ন্তী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪ তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে নববর্ষের গান, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীত, নৃত্য পরিবেশন ও কবিতা আবৃত্তি করা হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকলকে মঞ্জল শোভাযাত্রার প্রতীকী স্মারক পঁচা, বাঘ, ঘোড়া, ফুল ইত্যাদি সম্বলিত ব্যানার/ফেস্টুন উপহার দেয়া হয়। এছাড়াও আগত অতিথিদের বাংলা নববর্ষ পালন উপলক্ষ্যে বাঙ্গালীর রসনাবিলাসের অন্যতম অনুষ্ণ নানা পদের ভর্তাসহ পিঠা, মিষ্টি ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়ন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

